‘তিস্তাপুরাণ’: বহুস্বরান্বিত সময়বিশ্বের নিরন্তর নির্মান’

Mistu Roy Samanta*

*Dept. of Bengali, Burdwan Raj College, Burdwan, W.B.-713104, India; email- drmistusamanta@gmail.com

Abstract

‘তিস্তাপারের বৃত্তান্ত’এও আছে এই অন্তহীন লোকপরম্পরা—আখ্যায়িকা-বৃত্তান্তের পরম্পরকে পাল্টে নেওয়ার প্রচেষ্টা—আত্মসচেতন ব্যক্তির ইতিহাসকথা,যা বিষয় ও ফর্মে-উভয়তই নবতর অভিজ্ঞান। ইউরোপীয় নির্ধারিত মডেলের পরিপূরক দেশীয় পরম্পরার বিস্তার। লেখক পাঠক নিরপেক্ষ বৃত্তান্তটি ক্রমশ স্বয়ংচালিত হয়ে ওঠে। অন্তহীন অনির্দিষ্টতায় গল্পহীন উপন্যাসগুলি ফর্মের ইতিহাসে স্বাধীন ও স্বতন্ত্র। এক বিস্তৃত ল্যণ্ডস্কেপে ঔপন্যাসিক প্রচলিত ,কৃত্রিম,প্রতারণাময়,ছদ্ম আধুনিকতাকে পরিত্যাগ করে ‘বৃত্তান্ত সিরিজে’ তিনি মৌল ও শুদ্ধ প্রকৃতি ও মানবের চিরন্তন সহজ সহাবস্থান এবং তাঁর বিপন্নতার কথা তুলে ধরেছেন। -এহেন বহুস্বরান্বিত সমাজ, সময় ও ইতিহাসধৃত ব্যক্তিই উপন্যাসের অন্বিষ্ট। তিনি বিশ্বাস করতেন সময়ান্বিত এই ব্যক্তিকে উপন্যাসে প্রতিষ্ঠিত করার কোনো বাঁধা গত নেই। সমাজের বহুস্তরের বাস্তবতাকে কখনো আভাসে-ইংগিতে,কখনো সংলাপে,কখনো লোকায়ত রূপের বহুস্তরিক ব্যবহারে,আপাত অবান্তর ও আপাত অপ্রসঙ্গিকের দ্বিধাহীন প্রয়োগে সংলাপের ব্যপকতাকে দেশ কালের বিপুলতায় মিশিয়ে দিয়েছেন দেবেশ রায় তাঁর উপন্যাসের ক্রনিক্যালে। জীবন অভিজ্ঞতার,আঁকাড়া বাস্তবতার শিল্পসম্মত রূপ নির্মানে- একটি নির্দিষ্ট ছক নির্মান না করে ঔপন্যাসিক বহুমুখী বাস্তবতার নিরন্তর নির্মানের মাধ্যমে অনন্ত সম্ভাবনাময় জীবন ও ইতিহাসের রূপায়ণ ঘটিয়েছেন।

Keywords: ইতিহাসকথা, বৃত্তান্ত সিরিজ, বহুস্বরান্বিত সমাজ, বহুস্তরের বাস্তবতা।

মূল প্রবন্ধ:

সত্তা ও অপরের –অহং এবং ইদমের দ্বিবাচনিক সম্পর্ক যখন দেবেশ রায়ের মতো লেখকের সমবায়ী অস্তিত্বে—মনস্তত্ব-ধর্মতত্ব-সমাজতত্ব ঐতিহাসিক পুরাণতত্ব কিংবা দার্শনিক জিজ্ঞাসার প্রতিবেদনে আত্তীকৃত হয় তখন সামাজিক স্বভাব সঞ্জাত মানবিক উচ্চারণ এক নিরবিচ্ছিন্ন আবহমানকালীনতার দ্বিবাচনিকতায় প্রকাশিত হয়।সত্তা ও অপরের এই দ্বিবাচনিকতার সম্পর্ক দেবেশ রায়ের সৃষ্টিতে ব্যক্তিস্বর ও সামাজিক স্বরের সম্মিলনে অস্তিত্ব জিজ্ঞাসা আর জ্ঞানতাত্বিক জিজ্ঞাসাকে প্রায় অভিন্ন করে তোলে। নিরন্তর সংগ্রামে অর্জিত জীবনে সময় ধারণা কোনো বর্তমানের বিন্দুতে অবধারত না হওয়ায়-অনুভূতির নিবিড় উচ্চারণে ঐতিহ্য

প্রাণবান হয়ে ওঠে কিংবা ভবিষ্যতের সম্ভাবনা দীপ্তিত হয় একালের দর্পণে। কেননা –'স্মৃতি আমাদের সত্তার সূত্রধার, সত্তা যেন ভবিষ্যতের।'

সময় ও পরিসরের পর্যায়ক্রমে মানবিক অস্তিত্বকে ইতিহাসের পরিসরে ও কালের মাত্রায় দেখানোর দায়িত্ব নেয় উপন্যাস। বাখতিন মনে করেন উপন্যাস প্রকরণের ক্রমবিকাশ প্রধানত হচ্ছে-

"a chronotopic understanding of the human being as saturated in historical existence." [১]

মিখাইল বাখতিনের এই ইতিহাসের পটে ব্যক্তিকে আর ব্যক্তির পটে ইতিহাসকে দেখানোর উজান যাত্রায় প্রাচীন ও মধ্যযুগীয় রচনাগুলিকে আধুনিকতা পর্যন্ত না টেনে বিপরীতক্রমে আধুনিক উপন্যাসের নান্দনিক অভিজ্ঞতাকে সূত্রবদ্ধ করে তিনি পূর্বজ সাহিত্যে তার সমতুলতার সন্ধান করেছেন। কিন্তু বাংলা উপন্যাস মধ্যযুগীয় আখ্যান সাহিত্যের সঙ্গে ধারাবাহিকতার সূত্রে সংযুক্ত নয়। ইংরাজি নভেলের একটি বিশেষ ধরণ থেকে সংগৃহীত। যদিও আখ্যানের একটি নিজস্ব ধরণ ছিল পাঁচালি,কথকতা,কীর্তন,কবিগানে যা অবশেষহীন লোপাট করে দিয়েছে ইঙ্গনেসান্সের আত্মগৌরব – পুষ্ট হিন্দু ও ব্রাহ্মণেরা। কিন্তু ভারতবর্ষের মত দেশে লোকজীবনও এত বিচিত্র,জটিল ও বিস্তৃত যে সাম্রাজ্যবাদের আশ্রিত মধ্যবিত্তও প্রতিরোধহীন জনপ্রতিবাদের ধরণটিকে ধ্বস্ত করে দিতে পারে নি।

এই দীর্ঘ প্রাগৈতিহাসিকের পুনরাবিষ্কার ও পুনর্বিরহের মধ্যে রয়েছে একাধারে অতীত অন্বেষণ ও অতীত বিলাস। এই দ্বিমুখী প্রবণতা নিয়েই একজন ঔপন্যাসিক বহু মানুষের বহুস্বরের মধ্যে নিজের স্বরটিকে মিশিয়ে দেন। বহুস্বর (polyphony)এবং লেখকের স্বরের দ্বৈততায় তৈরি হয় উপন্যাসের আততি। এ বিষয়ে দেবেশ রায়ের অভিমতটি হল—

"বাংলার আধুনিক পূর্ব আখ্যান সাহিত্যের এই প্যারডি প্রহসনের অবান্তরতা আর অপ্রাসঙ্গিকতা যেন এক বিশাল উপন্যাসের মত, বহু ফর্ম এতে এসে মিশেছে, বহু রচনানীতি এতে নির্দ্বিধায় গৃহীত হয়েছে।ক্ষমাহীন এর শ্লেষ,বিনীত এর ব্যঙ্গ। বহু মানুষের কণ্ঠস্বরে এ প্রাণবান,দিব্যে আর মর্তে এখানে অনায়াস বিনিময়,এর বৈচিত্র্যের মুখতির তুলনায় মূল আখ্যানের বিবরণকে মনে হয় বদ্ধ ঘটনা... এই প্যারডি প্রহসনেই উপন্যাসের জমি তৈরি হয়েছিল—উপন্যাস বহু রীতি,বহুস্বর,বহু আখ্যানের সাহিত্যরূপ।"[২]

-এহেন বহুস্বরান্বিত সমাজ, সময় ও ইতিহাসধৃত ব্যক্তিই উপন্যাসের অন্বিষ্ট। তিনি বিশ্বাস করতেন সময়ান্বিত এই ব্যক্তিকে উপন্যাসে প্রতিষ্ঠিত করার কোনো বাঁধা গত নেই। সমাজের

বহুস্তরের বাস্তবতাকে কখনো আভাসে-ইংগিতে,কখনো সংলাপে,কখনো লোকায়ত রূপের বহুস্তরিক ব্যবহারে,আপাত অবান্তর ও আপাত অপ্রসঙ্গিকের দ্বিধাহীন প্রয়োগে সংলাপের ব্যপকতাকে দেশ কালের বিপুলতায় মিশিয়ে দিয়েছেন দেবেশ রায় তাঁর উপন্যাসের ক্রনিক্যালে। জীবন অভিজ্ঞতার,আঁকাড়া বাস্তবতার শিল্পসম্মত রূপ নির্মানে- একটি নির্দিষ্ট ছক নির্মান না করে ঔপন্যাসিক বহুমুখী বাস্তবতার নিরন্তর নির্মানের মাধ্যমে অনন্ত সম্ভাবনাময় জীবন ও ইতিহাসের রূপায়ণ ঘটিয়েছেন।এটিই দেবেশ রায়ের 'প্রারম্ভিক যাত্রা সূত্র।'লেখক অভিপ্রায়টি ছিল-

" একজন ঔপন্যাসিক লিখতে চাইছে ব্যক্তির ঐতিহাসিকতা। ব্যক্তির ইতিহাস মানে ব্যক্তির জীবনী নয়। সেই জীবন যে ইতিহাসের অংশ। সেই ইতিহাসে সেই ব্যক্তিকে স্থাপন করা উপন্যাসের কাজ।"[৩]

ব্যক্তির ঐতিহাসিকতা নয়,ইতিহাসের ব্যক্তিকতাই এখানে মূলকথা। বহুমানুষের আচরণে মুদ্রায়, দৈনন্দিনতার ছক ভাঙা জীবনের—আলো ছায়াময় অস্তিত্বের গহীনে প্রচ্ছন্ন ব্যক্তিপুরুষটিকে কবিতা,গল্প,বৃত্তান্ত,প্রতিবেদন,নভেল কিংবা আখ্যায়িকা যেকোনো ফর্মের রূপদান করেন তিনি। ইতিহাস ও ব্যক্তির চিরন্তন পরিপূরক সম্পর্কটি সম্বন্ধেও তিনি অবহিত-

" সমাজ সভ্যতায় ব্যক্তির ভূমিকা চিরকালই রহস্যময় থেকে গেল।কখনো বা ইতিহাস তার মাধ্যম হিসাবে বেছে নেয় ব্যক্তিকে,কখনো বা কোনো ব্যক্তি ইতিহাসকে তার মাধ্যম হিসাবে বেছে নেয়।কখনো ব্যক্তি হয়ে ওঠেন ইতিহাসের প্রণেতা,কখনো ইতিহাস হয়ে ওঠে ব্যক্তির রচয়িতা।"[৪]

ব্যক্তির ইতিহাস –ইতিহাসের ব্যক্তিকে অঙ্কন করতে গিয়ে দেবেশ রায় স্থান ও মানুষের মধ্যের এমন অনুপুঙ্খ বিন্যাস গড়ে তোলেন যে সে বেঁচে থাকাটাই হয়ে ওঠে এক আরোপিত সৃষ্টির প্রতিস্পর্ধী। কখনো গানের রূপকে কখনো রূপকথার আরোপে ইতিহাসের এক অন্যতর যাপনচিত্র গড়ে ওঠে। 'মফস্বলি বৃত্তান্ত' এ চ্যারকেটুর মতো আপাত ইতিহাস –হারা মানুষেরা ইতিহাসেরই অংশ,যা নিসর্গের সঙ্গে সংযুক্ত। এটি ইতিহাসের পটে একটি মানুষের ব্যক্তি হয়ে ওঠার বৃত্তান্ত—যা শরীরী ব্যঞ্জনার অনুপুঙ্খে ,কথোপকথন, লোককথা, আখ্যান বৃত্তান্তের মাধ্যমে সময়ের আপাত সীমানাকে ছাড়িয়ে বিকল্প বহুস্বরিক ডিসকোর্সটিকে আবিষ্কার করেন। ক্রমশ তিনি আঞ্চলিক উপভাষার প্রয়োগে বাচনের অশ্রুতপূর্বতা ও অজ্ঞাতপূর্বতার মোহ ভেঙে ফেলে—উপন্যাসের নির্দিষ্ট ফর্মকে সরিয়ে নানান অনেকার্থদ্যোতনার বিস্তার ঘটান। অনেকক্ষেত্রেই কোনো বৃত্তান্ত বা আখ্যান নয়,প্রতিবেদনের ধাঁচ কিন্তু তাও নয়,কেননা রিপোর্টাজের ধরণটিকে অতিক্রম করে তা হয়ে ওঠে সভ্যতা-সময় সম্পর্কে তীক্ষ্ণ জিজ্ঞাসা,যা উপন্যাসেরই বহুস্বরিক পাঠ। আখ্যান-

পাঁচালি-কথকতা-মঙ্গলকাব্যের পারস্পরিক উপাদানের যথার্থ নভেলাইজেশন ঘটিয়ে প্রথাগত উপন্যাসের এক প্রতিস্পর্ধী মডেল তৈরি করলেন যা অতিনির্দিষ্টতার কথা বলেন।এই অনির্দশ্য গতিময়তা—উপবাসী,দুঃখময় নিরুপায় চলন ক্ষুধা থেকে ক্ষুধাহীনতার অভিমুখে।শরীরী সঞ্চালনায় ও মানসিক উচাটনের বিমিশ্রিত অনুভবে জন্মপরিচিত ধানক্ষেতে দঁড়িয়ে বিদেশী অনুষঙ্গে 'লুপ্ত স্বপ্ন খোঁজে' খেতখেতু-চ্যারকেটুর বৃত্তান্ত।

'তিস্তাপারের বৃত্তান্ত'এও আছে এই অন্তহীন লোকপরম্পরা—আখ্যায়িকা-বৃত্তান্তের পরম্পরকে পাল্টে নেওয়ার প্রচেষ্টা—আত্মসচেতন ব্যক্তির ইতিহাসকথা,যা বিষয় ও ফর্মে-উভয়তই নবতর অভিজ্ঞান। ইউরোপীয় নির্ধারিত মডেলের পরিপূরক দেশীয় পরম্পরার বিস্তার। লেখক পাঠক নিরপেক্ষ বৃত্তান্তটি ক্রমশ স্বয়ংচালিত হয়ে ওঠে। অন্তহীন অনির্দিষ্টতায় গল্পহীন উপন্যাসগুলি ফর্মের ইতিহাসে স্বাধীন ও স্বতন্ত্র। এক বিস্তৃত ল্যণ্ডস্কেপে ঔপন্যাসিক প্রচলিত ,কৃত্রিম,প্রতারণাময়,ছদ্ম আধুনিকতাকে পরিত্যাগ করে 'বৃত্তান্ত সিরিজে' তিনি মৌল ও শুদ্ধ প্রকৃতি ও মানবের চিরন্তন সহজ সহাবস্থান এবং তাঁর বিপন্নতার কথা তুলে ধরেছেন। ১৯৬২-৭২ পর্যন্ত উত্তরবঙ্গ কমিউনিস্ট পার্টির সর্বক্ষণ কর্মীর দায়িত্ব পালন সূত্রে এদের যাপন চর্চার সঙ্গে সম্যক পরিচিত হয়ে- রাজবংশী ভাষা শিখবার পর,রাজবংশীদের মধ্যে পার্টির কাজ করতে করতে ,রাজবংশী বাচন থেকে এক স্বদেশ অন্বেষণের অভীপ্সায়,উত্তরবংগ কৃষক জীবনের সঙ্গে প্রত্যক্ষ সংলগ্নতার কারণে বিষয় জ্ঞানের সূত্রে তিনি প্রত্যাশা ও ব্যর্থতার অভিজ্ঞতার বৃহৎ পরিসরকে আখ্যানের অণুবিশ্বে জায়গা করে দিলেন।

লেখক অভিপ্রায় জানায়-

"আমার ভিতরে একটা বিষয় যখন আধার খোঁজে তখন জলপাইগুড়ির মানুষজন ও প্রকৃতির মধ্যেই আমি সহজে সেটাকে খুঁজে পাই,বা পেতে চাই'[৫]

উত্তরবঙ্গের মাঠনদী জলজংগলের উপর চিরকালীন অধিকারবোধ থেকেই 'তিস্তাপারের বৃত্তান্ত'এর যাত্রা শুরু। নিত্যসঙ্গী দারিদ্র্য,দলিত রাজনীতির আত্মক্ষয়ী ধূর্ততা ও সুবিধাবাদী মনোভাবের মধ্যে থেকে হঠাতই পুরাণ পুরুষের মতো আর্বিভাব দেউনিয়া গয়ানাথের 'মানষি' বাঘারুর। আধিপত্যবাদী বর্গ সমাজের 'নির্দেশ পালনের শারীরিক অভ্যাসে' সে কেবল হুকুম তামিল করে।যদিও প্রকৃতি পুরুষ বাঘারুর শরীরে প্রথম সূর্যোদয় শিহরণ লাগায়। জন্মসূত্রে নিষ্ঠুর,অন্যায় পরিপার্শ্বে,সমাজ ও অর্থনীতির কঠিন শোষণে বাঘারুর শুরু হয় অস্তিত্ব রক্ষার লড়াই। পশ্চাতপটে সচল থাকে উত্তরবঙ্গের রাষ্ট্রিক,ঐতিহাসিক,নৃতাত্ত্বিক অনুপুঙ্খতা। যে উন্নয়নে

বাঘারুদের কোনোরূপ প্রবেশাধিকার নেই ,প্রত্যাখানের ভাষাও জানা নেই তাই শরীরী ভাষায় তারা প্রতিবাদ জানায়। এভাবেই ঔপন্যাসিক দেবেশ রায়ের 'বৃত্তান্ত' এর অনিঃশেষ বিস্তার আগামীর চলমানতায়।ভূমি – ভূমিপুত্রদের 'বৃত্তান্ত' পুরাণের নৈর্ব্যক্তিকতায় আত্মানুসন্ধানের বহুস্রোতে পুনবিস্তৃত হয়।

আলোচ্য 'তিস্তাপুরাণ' উপন্যাসে কথাকার দেবেশ রায় মেধার মানবিক মন্থনে,অকল্পনীয় অভীপ্সায় লোকপুরাণের পরিধিকে পরিব্যক্ত করে দিয়েছেন লোকোত্তরে।পুরাণের বিস্তৃত ম্যাক্রো ঘটনার মাঝে অনুপুঙ্খ মাইক্রো কারুকাজে নতুন সময়ের তাগিদে বদলে যাওয়া মানুষের বদলে যাওয়া পরিবেশ আর তার সত্যাসত্যবোধের সামূহিক রূপান্তরের ধূসর পাণ্ডুলিপি হয়ে উঠেছে উপন্যাস। বৃহত্তর কিছু দার্শনিক বোধ স্থাপিত হয়েছে বিশাল সামাজিক প্রতিবেশে। বৃহত্তর ভারতবর্ষীয় প্রেক্ষিতে শ্রেণিশোষণ এবং শ্রেণিতোষণের চিরায়ত দ্বান্দ্বিক সম্পর্কটি বিশ্বাসযোগ্য প্রান্ত মানুষের আঞ্চলিক দলাদলি-স্বার্থত্যাগ আর স্বার্থপরতার, নিরক্ষর মানুষের সমর্পণী মনস্তত্ব এবং অলৌকিক বিশ্বাসের সমান্তরাল বিন্যাসে উপস্থাপিত।

দেবেশ রায়ের উপন্যাসে উত্তরবঙ্গের জনজীবন,মাটি-মানুষ,ভাষা-কৃত্য,সংস্কৃতি-আবহের চিত্র বিশ্বস্ততার সঙ্গে স্থানীয় বর্ণিলতার আন্তরিকতার সঙ্গে অনুশীলিত হয়েছে। লেখকের অসাধারণ পর্যবেক্ষণ ক্ষমতা এবং সহানুভূতিশীল মনের গভীরতার সংযোগে নির্মিত হয়েছে তাঁর সৃষ্টি—

"A regional writer is one who concentrates much attention on a particular area and uses it and the people who inhabit it as the basis for his or her stories. Such a local is likely to be rural and provincial." [৬]

এক্ষেত্রে লেখক দেবেশ রায়ের ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতার পাঠ সমাজ সাংস্কৃতিক ভৌম গঠনের নিজস্ব আঞ্চলিক ধর্মকে সজীবতায় প্রাণবান করে তুলেছেন। যে সামাজিক চলনকে গেওর্গে লুকাচ প্রভৃতি সাহিত্য সমালোচকেরা উপন্যাসের আদত শক্তি মনে করেন,সেই বহুমাত্রিক সমাজ এখানে আঞ্চলিকতার আস্তরণে মোড়া। আঞ্চলিকতার আস্বাদনে এর 'ইকোলজি' এবং 'ইকোনমি' র সুনির্দিষ্ট অনুপাতের মিশ্রণে শৈল্পিক মাত্রাবোধে লেখকের কুশলী নির্মাণে জীবন্ত হয়ে উঠেছে। উপন্যাসটির দুটি পার্বিক বিন্যাস স্পষ্টরেখ না হলেও প্রাথমিকের আঞ্চলিকতার বাস্তবতা দ্বিতীয় চরণে এক সর্বভারতীয় বাস্তবতার ইতিহাস সম্মত ছবি হয়ে ওঠে। প্রবহমান সামাজিক রূপান্তরের বড় ক্যানভাসে দেবেশ রায় ভারতের গল্প শোনান—একদিকে আদিবাসী – জনজাতির ভুখা শুখা ভারত,আর একদিকে ভারত রাষ্ট্র,যার প্রতিনিধি কাল্কেক্টর থেকে মিনিস্টার,কিংবা সাংবাদিক। আলিপুরদুয়ার থেকে ভুটান পাহাড় পর্যন্ত মেইল মাইল ফরেস্ট ,সাঁওতাল-মুণ্ডা-পাহাড়ী

রাজবংশীদের গ্রাম,বস্তি ছড়ানো ছিটানো চা বাগান—বাঁশ ঝাড়,দেবতার থান একটা বিস্তৃত ক্যানভাস। প্রকৃতির আদিম প্রাণবান অস্তিত্বের মধ্যেই তিনি তাঁর আখ্যানের বিষয়ের আধার খুঁজে পান সহজানন্দে।

'তিস্তাপুরাণ' সৃষ্টির অভিপ্রায়টি লেখক বেশ বিস্তৃতভাবেই জানিয়েছেন—

"'তিস্তাপুরাণ' ভেবেছিলাম,বোধহয় ৯৭ এই ঠিক তেমন করে যদি কোনো একটা ভাবনাক্ষণ থাকে। 'তিস্তাপারের বৃত্তান্ত' লিখে একটা অসম্পূর্ণতার বোধ ছিল—বেশির ভাগ কথাই তো লেখা হল না। সেদিক থেকে হয়তো ৮৬ তেই 'তিস্তাপুরাণ' ভাবা হয়েছিল। তবে একটা গল্প বা উপন্যাস ততক্ষণ 'ভাবা হয় না,যতক্ষণ তার গলার স্বর বোঝা না যায়।সেটা শুনেছিলাম ঐ ৯৭ এই 'পরিচয়' এর জব্য 'তিস্তা 'নিয়ে একটা গল্প লিখতে লিখতে।শুনেছি যে সেটা মনে রাখার জন্যে গল্পটার নামও দিয়ে রাখলাম 'তিস্তাপুরাণ'। মনে যে ছিলই তা বোঝা গেল ৯৮ এর শারদীয় 'আজকাল 'এর উপন্যাসে।সুরটা ধরে রাখতে পারলাম না।একটার পর একটা প্রবন্ধ লেখার ঠেলায় হারিয়ে ফেললাম.৯৯ এর শারদীয়া উপন্যাস শুর করে ঠিক করলাম- এবার আর কিছু লিখব না।শারদীয়াতে যেটুকু হলে উপন্যাস নয়, তারপরও লিখে যাব।সে রকম এ-ক-টা-না লিখে বোধহয় ৯৯এ জুন থেকে এ বছরের ফেব্রুয়ারি পর্যন্ত অবিরত লেখা হল... কোনো কোনোদিন সকাল সন্ধ্যা মিলিয়ে এগার বার ঘন্টা লিখেছি।ফলে বেশ অসুস্থ হয়ে পড়েছি।তেমন ধরণের ভিতরের অসুস্থতা যাতে সাহস হারিয়ে যায়। কোনোদিনই পাঁচ ছয় ঘন্টার কম লিখিনি। এ লেখার তথ্য সমাবেশের কঠিন কাজ ছিল। মনে রাখতেও হত।আমাদের চারপাশে,বাড়ি ঘরে পাড়ায় সমজে শহরে এতটা লম্বা কাজ হাতে নেয়ার অনুকূলতা নেই। বোধহয় লিখতে লিখতে ভিতরে ভিতরে খুব ফুর্তি পাচ্ছিলাম সেই ফুর্তির জোরেই শেষ হল।যে শেষে পৌঁছুতে চেয়েছি –সেই শেষে শেষ হল।"[৭]

স্বগতোক্তিতে স্পষ্ট-

'তিস্তাপারের বৃত্তান্ত'এর অসম্পূর্ণতার বোধই 'তিস্তাপুরাণ; এর আদি উৎস।

- ১৯৮৬-৯৯ দীর্ঘ সময়ের লালিত ভাবনাটি।
- আখ্যানটির নিজস্ব স্বরটি স্পষ্ট হয় ১৯৯৭ 'পরিচয়' পত্রিকায় 'তিস্তাপুরাণ' নামক গল্পের মাধ্যমেই। এটী উপন্যাসটির উপক্রমণিকা। ভাবনাটিকে সজীব ও সচল রাখার প্রয়োজনেই সংক্ষিপ্ত পরিসরে গল্পটির অবতারণা।

- বিবিধ সৃষ্টির অন্তরালে ভাবনাটি সাময়িকভাবে আড়ালে গেলেও নিশ্চিহ্ন হয় নি- হতে দেন না লেখক।
- উপন্যাসের প্রথাগত আকার প্রকারগত মাত্রা অতিক্রান্ত হলেও বিষয়টির প্রতি অমোঘ আসক্তি থেকেই কথকের কলম রদ হয় না।
- প্রতিদিনের দীর্ঘ পরিশ্রম এ-ক-টা-না লেখায় রূপলাভ করে আখ্যানটি।
- অন্তর তাগিদের তীব্রতায় শারীরিক অসুস্থতা তুচ্ছ হয়ে যায়।
- প্রাত্যহিক জীবন চাঞ্চল্যের অস্থিরতা উক্ত আখ্যানটির মহাকাব্যিক বিস্তৃতির প্রতিকূল হলেও ভিতরের ফুর্তির জোরেই শেষ হয় এটি।
- তিস্তাকেন্দ্রিক রচনার যে পরিণতি অভিপ্রেত ছিল-'যে শেষে পৌঁছুতে চেয়েছি-সেই শেষ শেষ হল।'' –তৃপ্ত লেখক হৃদয়—বোধহয় শ্রান্তও।
- পত্রটির অন্তিমে স্বীকারোক্তি-

  "আরো অনেক কিছু লিখব বলে ঠিক করে রেখেছিলাম...ব্যালেন্স নষ্ট হলে মনে হবে লেখার চাইতে লেখক বড়। তাই সেসব আর লিখব না।আর কোনোদিনই লিখব না। " –প্রবৃত্তির নিবৃত্তি।
- 'তিস্তাপুরাণ' ভুলে যাওয়ার প্রক্রিয়ার ভিতর যখন ঢুকে যাচ্ছি তখন কেমন ভয় করছে—কত অবান্তরতা ঘটে গেছে, কত আত্মপ্রক্ষেপ ঘটে আছে, কোথাও আত্মপ্রতারণা লুকিয়ে আছে কিনা তাই বা কে জানে?''

  এই তিনটি অমোঘ জিজ্ঞাসার—অবান্তরতা—আত্মপ্রক্ষেপ—আত্মপ্রতারণা উত্তর অন্বেষণেই আলোচনার অবতারণা।

বহুদিনবদলের।বহুরূপান্তরের,বহুভাব বহু রূপ সমন্বিত প্রকাশটি বিধৃত হয়েছে উপন্যাসটিতে। তিস্তা নদী ও এর তীরবর্তী অরণ্য,অরণ্যচারী মানব বৃত্তান্ত ,তিস্তা বুড়ির পুরাণ কথনে ক্রমপ্রসারিত। কখনো সেই প্রবহমান সময় ধারণা মানুষের জন্মের আগেই তার জন্ম শুরু হয় সংস্কারের সূত্রে। কখনো বা মানুষ সময়ের বৃন্ত থেকে নিঃশব্দে ঝরে পড়ে—দশনদী বিশনদী ছয়হাটের পৃথিবী থেকে। পাইকার-ঘাটোয়ালের নিসর্গ সন্দর্শন,অলৌকিক নৈশ অভিযান—একই সঙ্গে ইহজন্ম থেকে পরজন্ম আবারো পরজন্ম থেকে ইহজন্মে প্রত্যাবর্তন সময়ের নির্দিষ্ট মাপের ধারণাকে ভেঙে দেয়। প্রখর বাস্তবের সীমাকে অতিক্রম করার প্রয়োজনে ঘাটোয়ালের নেশাগ্রস্ততা এবং সেই সুযোগে লেখকের আধিপত্যবাদের জটিল প্রশ্নটি উঁকি দেয়।

যদিও –

"এই পুরো গল্পটাই পূর্বজন্ম –ইহজন্ম-পরজন্ম যাতয়াতের গল্প হতে থাকবে।"[৮]

কেননা-

" বুড়িমা এমন কী একটা শালগাছের মত বাঁচে না-যে শাল গাছের একজন্ম বাঁচতে অন্তত তিনটি বা চারটি মানব জন্ম কেটে যায়। বুড়িমা একটা পুরো ফরেস্টের মত বাঁচে—একটা জঙ্গলবাড়ির মত বাঁচে। "[৯]

যদিও লেখকের সচেতন ঘোষণা এটা এক ধ্রব সত্য যে ঐ বিশ্বাস ও অভ্যাসের জগত অলৌকিক কিছু নয়,স্বপ্নবত কিছু নয়, খুব লৌকিক,বাস্তব ও সম্ভাব্য এক জগত—এই মাঘু ,সানঝু ,ছোটদাদা আর দুখারুদের পৃথিবী। বংশানুক্রমিক অভ্যস্ত যাপনে রাজবংশী কৃষক শ্রেণি বিশ্বাস করে—

" দলিলি মালিকানার অর্থে নয়,তার সারা শরীর দিয়ে ও সমগ্র আয়ু দিয়ে সে সেখানে ফসল ফলায় বলে সেটা তার জমি। "[১০]

এই কৃষক নিজের ' নিরুপাধিতা, অনন্বয়,অপরিচয় পুরুষানুক্রমে লালন করে।'

সরকারি লেভি আইনে চিরকেলে ব্যবস্থায় আঘাত পড়ল। জোতদার আধিয়ার লেভিপ্রদানের বিবিধ ভগ্নাংশ—কংগ্রেস-কমিউনিস্টের রাজনৈতিক টানাপোড়েনে জোতদার-আধিয়ার-হালুয়া র মধ্যেকার অখণ্ড সমগ্রতা বোধে আঘাত আসার সম্ভাবনা তৈরি হয়।খুব দ্রুত আখ্যানের কথনে উঠে আসে ততকালীন রাজনৈতিক সমীকরণটিও—

এখন এটাকে এমন সরল সূত্রে বলা যায়৬৪-৬৫ র খরা—লেভি—যুক্তফ্রন্ট—খাশ জমি উদ্ধার—বাম্ফ্রন্ট –অপারেশন বর্গা-পঞ্চায়েত…"[১১]

কিন্তু অরণ্যচারী মানুষগুলির জীবনের গতায়ত চলতেই থাকে দৈনন্দিন পুরাণ থেকে পৌরাণিক দৈনন্দিতায়।ঔপন্যাসিক পুরাণের দৈনন্দিনতায় তুলে আনেন প্রকৃতি-নদী- অরণ্যের সঙ্গে মানবের পারষ্পরিক নির্ভরশীলতার প্রসঙ্গটি ।কখনো পুরান অনুষঙ্গে ,কখনো অদৃশ্য অলৌকিক বিশ্বাসে প্রকৃতির 'অশ্রোতব্যতা' ও 'অস্পর্শনীয়তাকে' অতিক্রম করে আগামীর বিপদ থেকে আত্মরক্ষা করে উঠতে পারে প্রকৃতির পুত্ররা।

কেননা-

"তাহলে বুড়িমা কি তাদের পূর্বজ্ঞান? বুড়িমা কি পাহাড়ের বানঝোলা,চরের হাতিডোবা বা শাল্বনের উড়াল দেয়া আগে থাকতে দেখতে পায় আর বুড়িমার গোত নিজেকে প্রস্তুত করে নিতে পারে ?বড়িমা কি তেমন একটা সুবিধে করে দিতে পারে বলেই বুড়িমা ?যেন বিশেষ ক্ষমতাবান,কোনো রাডার ?অথবা টেলিলেন্স ?"[১২]

সন্তপর্নে লেখক নির্মান করেন পরিবেশবাদী (Ecocriticism) পরাপাঠটি। সমান্তরাল বিন্যাসে উপস্থাপিত হয় দিনবদলের-রাজনৈতিক পট পরিবর্তনের—জমির মালিকানার আইন পরিবর্তনের(অপারেশন বর্গা)বিবিধ মাত্রাগুলি একই সময়চেতনার আধারে।

“ জোত জমির ব্যাপারে কোনটা যে সত্যরক্ষা –বিশ্বাসরক্ষা আর কোনটা যে কথা ভাঙা-বিশ্বাস ভাঙা তার কোনো বাঁধা ধরা সীমা নেই। “[১৩]

আর্থিক- সামাজিক পট পরিবর্তনের বহু মানুষের বহুস্বরিক জটিল বিন্যাসটির মধ্যে ট্রাজিক রিলিফের মতো উপস্থিত করান হিন্দি সিনেমার জগতের শাম্মী কাপুর অনুপ্রাণিত চরিত্র ভিক্টোর ঘরোয়া উরাওঁ নামক সাঁওতাল যুবকটির যে অন্যভাবে এই পরিবর্তনের আভাসটি ধারণ করে। আপাত বিচারে অপারেশন বর্গায় কেবলমাত্র জোতদার –আধিয়ার স্বত্ব নির্দিষ্ট হয় না,একই সঙ্গে সুদূরপ্রসারী সামাজিক প্রতিক্রিয়ায় একই সঙ্গে যৌথ পরিবারে ব্যক্তিগত মালিকানার প্রশ্নটি ক্রমশ প্রকট হয়ে ওঠে।

“সেই সরকার বদলানোর ভোটের পর জমি ও দখল শব্দদুটির অর্থ বদলে অনেক বেশি নির্দিষ্ট হয়েছে। ছোটদাদার সঙ্গে বুড়িমার গোতের সম্পর্কের বন্ধনের অস্পষ্টতাসেই জমি ও দখলের অর্থান্তরের সঙ্গে মিশে যায়।বেলা পড়ার আগেই বুড়িমার ক্ষেত বাড়িতে, বুড়িমার বাড়িতে সকলে এটা জেনে যায় ও বিশ্বাস করে,ছোটদাদা ডাঙ্গির মাঠের দখল নিয়ে গোতের বিরুদ্ধে যুদ্ধে চলে গেছে। “[১৪]

-ছোটদাদা চরিত্রটি স্বাধীন হতে চাচ্ছিল।ছোট্ট স্বাধীন ভূখণ্ডে ব্যক্তিগত পূর্ণতার বোধ জাগলেও যুগপদ্ভাবে ছোটদাদা বুড়িমার গোতের একজন হিসাবে ধান রক্ষা করার তাগিদ অনুভব করে—ব্যক্তিগত ও ব্যষ্টিগত সত্বাতাত্বিক দ্বান্দ্বিকতার মধ্যে দিয়ে নির্বাসিত চরিত্রটি একই সঙ্গে সমকালীনতা ও আবহমানতাকে ধারণ করে রেখেছে।

“ছোটদাদা আগের রাতেই যে চিরকেলে পথ ধরে দলগাঁও গিয়েছিল সেই পথ ধরেই ছুটতে ছুটতে এই দশনদী,বিশনদীর পৃথিবী ছেড়ে নির্বাসনের দিকে ছুটে যায়। এমন নির্বাসন পুরাণপুরুষদের জন্য নির্দিষ্ট থাকে। “[১৫]

এই নির্বাসন যেন জন্মের ভিতর দিয়ে জন্মান্তরের কাছে পূর্ব প্রতিশ্রুতিবদ্ধ,যা পুনরায় জন্মের ভিতর প্রত্যাবর্তনের ইঙ্গিতও বহন করে। ছোটদাদার মতো স্রোতের বিপরীতে চলন যাদের,প্রকৃতি বিযুক্ত অথচ প্রযুক্তি সংলগ্নতায় বিশ্বাসী হওয়ার আপাত অসংগতি আর অযুক্তির ভিতরে নিজেদের ছুঁড়ে দেবার মতো সাহসী যারা,তারা একই সঙ্গে এক সমবায় বা সমষ্টির সংযুক্তি থেকে নিজেকে ছিন্ন করার আততি,আবার সেই

সমবায়ে অন্বিত হয়ে ওঠার পরিনতির এক নানামুখো ঘূর্ণি পাকিয়ে তোলে। এভাবেই প্রাত্যহিকের বেঁচে থাকাকে ছাড়িয়ে যাওয়ার জোরেই তৈরি হয়ে যায় একটি নতুন 'গোত' বা গোষ্ঠীভাবনা।যদিও সেও অজস্র ঘূর্ণির একটিমাত্র অক্ষ –একটা নিশান-এক চিহ্ন- 'বুড়িমা তাদের সেই বাঁচা'

আদিম মাতৃতান্ত্রিক সভ্যতার আধার শব্দ-গন্ধ-স্পর্শ্ময় যে প্রকৃতি এবং প্রকৃতির সন্তান মানুষের চিরিকালোন সহাবস্থানের রীতীতে ও নীতিতে –প্রকৃতিওকে ব্যবহার ও তার প্রতি সহজ মমত্ববোধ যখন 'অপরের ভাবনা' (Otheraization) এর ভাবনা থেকে বদল হতে শুরু করে। কৃষিব্যবস্থার প্রচলিত ধরণের পরিবর্তন—ক্রমশ 'হাওয়াবদল','আওয়াজ বদল' ও 'গন্ধবদলের' মাধ্যমে মানব ও প্রকৃতির মধ্যে জন্ম দেয় দ্বৈতবাদের(Dualization) .

"সেই পৃথিবীর আওয়াজ ও তো নেহাত কম নয়,সে সব আওয়াজ আবার বদলায়ও…।তবে এই যে গন্ধের আর ধ্বনির পৃথিবী,সেই পৃথিবীর ক্ষেত বাড়ি,ফরেস্ট বাড়ি,ও আকাশ,তাতে কোনো একটা ছোটো শব্দও যে শুনতে চায় সে যেন শুনতে পেত,একটা খুব আবছা গন্ধও যে পেতে চায় সে যেন পেত।"[১৬]

কিন্তু সেই পরিচিত গন্ধ ও ধ্বনির পৃথিবীর বদলে যাওয়ায় বনজ জীব ও প্রকৃতি সংলগ্ন মানুষ 'বিপন্নতার হদিশ করছে।" ভীত সন্ত্রস্ত হয়ে ওঠে অরণ্যচারী রাজবংশী রমনীরাও।প্রসংগান্তরে নারীদের উপর শোষণ ('মানষিকই তো ভয়') এবং প্রকৃতির উপর আগ্রাসন সমধর্মী হয়ে ওঠায় Eco-feminism' এর দ্বৈতবাদী ধারণাটি পরিস্ফুট হয়। বৃহত্তর অর্থে-

"Ecofeminists place themselves at the cross roads of feminist ,anti-racist and environmentalist movements, as well as critiques of capitalism, heterosexism, homophobia and other forma of oppression based on the dualistic construction and maintenance of inferior, devalued or pathologized, naturalized others."[১৭]

নারীবাদী বা পরিবেশবাদী ভাবনাটি সমকালীনতার প্রেক্ষিতেপরিবর্তনের স্বাভাবিক নিয়মকে অস্বীকার না করেই পরিবেশন করেছেন লেখক—

"মাটির বদল,গোবর,ধানসেদ্ধ জল,গরুর খৈল এইসব মিলে চলা ফেরা শোয়া বসার যে একটা অভিন্নতা ছিল সেটা ভেঙ্গে গেছে…সেই সব গন্ধ মুছে দিয়েছে যে ইউরিয়া আর অ্যামোনিয়া আর সেই সব গন্ধের সঙ্গে মিশে গিয়েছে যে পটাশ চেলাসিন এইসব ,তাদের ঘুমের ভিতরের গন্ধ করে নিতে সময় লাগে…অথচ একটা তো সময় কাটাতেই হয়,নতুন চাষের এইসব গন্ধকে বাড়ির গন্ধ,ঘরের গন্ধ…হতে দিতে। এখনো গন্ধগুলো সম্পূর্ণ

মিশে যায় নি।আবার গন্ধগুলো আর অত তীব্রভাবে আলাদাও থাকছে না...সেটাই বুড়িমার ক্ষেতের ভবিষ্যতের গন্ধভুবন। "[১৮]

অভিযোজিত পার্থিব জীবনের—গোষ্ঠী জীবনের বিবিধ বদলের যাত্রা প্রকৃতপক্ষে প্রত্যাবর্তনেরই নামান্তর।এই অনিবার্য পরিবর্তনের সঙ্গে নিশ্চিতভাবে মিশে থাকে অমোঘ বিষাদ।যেটি কানাজি হাতি' অদৃশ্যমান হয়ে যাওয়ার চিত্রকল্পে বিধৃত,বৃহত্তর ব্যঞ্জনায় এ যেন পুরাণের অলৌকিকতা আর অমরতার নিশ্চিহ্ন হওয়ার ট্রাজিডি। লক্ষ লক্ষ বছরের গোপনতা থেকে নিজের সত্য পরিচয়টুকু সারা পৃথিবীর কাছে এক লহমায় নগ্ন হয়ে যাওয়ার বেদনাবোধের অন্তরালে রয়েছে বিপন্ন পরিবেশভাবনার বিষয়টি—

"এই ভূখণ্ডে হাতিদের থাকার জায়গা কমে আসছে,খাবার কমে আসছে।হাতিরা তখন একটা জায়গা ছেড়ে আসতে বাধ্য হয়।"[১৯]

ছোটদাদা চরিত্রটি একইভাবে বুড়িমার গোতের বাইরে ব্যক্তিগত মালিকানার তাগিদে বেরিয়ে আস্তে বাধ্য হয়। তাই দেশ দেশান্তরের চাষ আবাদের গল্প-নতুন খাল-নতুন সার –নতুন কৃষিজীবনের গল্প একান্তভাবে ছোটদাদার গল্প। এই গল্পের ভিতর বুড়িমার গোতের কোনো স্মৃতি নেই-

"আবার ছোটদাদারও তো একটা আলাদা অজানা নিজের গল্প আছে। বুড়িমার গোত সেই ছোটদাদার গল্পটাকেও নিজের দিকে,নিজের গল্পের দিকে আকশিয়ে নিচ্ছে।সেটাও যে বুড়িমার গোতের গল্প হয়ে যাচ্ছে-তাও নয়,সে গল্পটা তো শুরু হয়েছিল বুড়িমার গোতের গল্প থেকে ছিঁড়েই।সেই গল্প ছেঁড়াকে কোনো গল্প দিয়ে জোড় লাগানো হচ্ছে না।সব বিজোড় গল্প বিজোড় থাকে।"[২০]

যেভাবে পুরাণে বহু যুদ্ধের জয় পরাজয়,জন্ম মৃত্যু মধ্যে দিয়ে বহুস্রোত বহুধাবিবিধ হয়ে একগোত্র থেকে ছড়িয়ে পড়ে তেমনি ছোটদাদা সমষ্টির গোত্র থেকে নিজের বাঁচাটাকে বাঁচানোর তাগিদে ডানা বদলায়। তবুও সেই বদলের সময় জুড়ে পুরনো দৃশ্য বা পুরনো সব ভূমিকা এমন তীব্রতায় ফিরে ফিরে আসে যেন সেটাই চিরকালের সত্য,যেন বদলটা বদল নয়। ক্রমশ চরিত্রটির মধ্যে না হারানো বা 'ফিরে পাওয়া এক সামর্থ্যবোধ বা অধিকারবোধ তৈরি করে দেয়। তাই আজও –

"গভীর ঘুমের ভিতর ছোটদাদা জন্ম জন্মান্তরের চেনা ডাক শোনে।"[২১]

গহন থেকে তাঁর জেগে ওঠা পূর্ণ হয় 'ক্ষেতের ফলন পেটের ক্ষিধের কাছে তুলতে তুলতে' ।এভাবেই এক পুরাণের শেষে আর এক পুরাণের আরম্ভ ফিরে আসে—পাঠককে নিষ্ক্রমনহীন এক বৃত্তে আটকে ফেলেন

লেখক। খুব সার্থকভাবেই জনগোষ্ঠীর প্রবহমান স্মৃতিকে সংঘটিত করার প্রয়োজনেই গল্পের প্রচলিত গড়নকে বর্জন করেন দেবেশ রায়। প্রান্তিক অস্তিত্বের কার্নিভালের ধারণাকে সর্বব্যপ্ত আধিপত্যবাদের বিরুদ্ধে প্রতিস্পর্ধী মুক্ত স্বরে ধ্বনিত করে তোলেন ছোট দাদার চিন্তনে। কার্নিভালীকরণের ভাববীজ সম্বন্ধে চার্লস জেঙ্কস মন্তব্য করেছেন-

"The carninalesque in postmodern literature is the crossing of boundaries ,the breakdown of all categories of class,sex and genre that occurs in any carnival worthy of the name."[২২]

একইভাবে উপন্যাসেও বিভিন্ন বর্গায়তনের মধ্যবর্তী সীমান্ত যখন মুছে যায়,তখন ক্রমবিবর্তিত আর্থ – সামাজিক প্রতিবেশের সঙ্গে অভিযোজনের সূত্রে বুড়িমার গোতের মানিষিরা হয়ে ওঠে ধুরন্দর জোতদার,স্থিতবুদ্ধি হালুয়া,কৃপণ ও স্বার্থপর মজুতদার ও বুদ্ধিমান ব্যাপারী। শ্রেষ্ঠত্ব(hierarchy) নির্দিষ্ট শ্রেণিবিন্যাস লুপ্ত হয়ে যায়। আধিপত্যবাদী- শোষিতের সম্পর্কের চিরন্তন বিন্যাসের অবসানে এক সাম্যময় ভারতবর্ষের স্বপ্ন রোপিত হয়। নিম্নবর্গীয় লোকবৃত্তের থেকে উৎসারিত চেতনার প্রতিস্রোত তৈরি করে বিকল্প নন্দন ও বিকল্প প্রতিবেদনের প্রস্তাবনা। যে অকৃত্রিমতা এবং সাবলীলতা কার্নিভালের প্রধান শক্তি তাই আলোচ্য উপন্যাসটিকে সাহিত্যের আরোপিত আকরণের আনুগত্য থেকে মুক্তি দিয়েছে। ঔপন্যাসিক দেবেশ রায় লোকসমাজের অনাবিল জীবন প্রবাহে নিহিত প্রতিরোধ ও বিকল্পায়নের অমিত শক্তির প্রতি আমাদের দৃষ্টি আকর্ষণ করেছেন।ইতিহাসের চলমান ধারায় নিম্নবর্গজনের নিত্যজায়মান প্রতিবেদন ভাবাদর্শকে কখনো রুদ্ধ হতে দেয় না এবং এইসমস্ত জীবন উত্তাপের সূত্র প্রচ্ছন্ন র◌্যেছে মানুষের স্মৃতিসত্তায় যা মোহনায় ফিরে গিয়ে উৎসে ফিরে যাওয়ার স্বপ্ন দেখে ।

ঔপন্যাসিক দেবেশ রায়ের 'তিস্তাপুরান'এ চিত্রিত পাত্র পাত্রীর প্রতিটি অভিজ্ঞতা,প্রতিটি চিন্তা -- সামাজিক- অর্থনৈতিক ও রাজনৈতিক অন্তঃস্বরের সামূহিক মিথস্ক্রিয়া সামাজিক বহুস্বরিকতাকে(Social multiacentuality) বাঙময় করে তোলে। উপন্যাসটিতে চরিত্রমালা অসমাপ্য দ্বিবাচনিক প্রক্রিয়ার শরিক হয়ে অনেকান্তিকতার (Hetroglossia) দ্বারা যেকোনো ধরণের বদ্ধ সমাপ্তির অসম্ভাব্যতাকে প্র মাণ করেছে। এভাবেই লেখক আপাত অনালোকিত পুরাণ পরিসর থেকে তুলে এনেছেন সমান্তরাল অস্তিত্বের বার্তা যা সাহিত্যের প্রকরণের একচেটিয়া প্রাধান্যের বিরুদ্ধে ভিন্নধরনের প্রতিস্পর্ধা।

তথ্যসূত্র

১ Morris,Pam (ed): The Bakhtin Reader(Edward Arnold, London, 1994.

২ বাংলা আখ্যানকাব্যে নিহিত উপন্যাস,উপন্যাসের নতুন ধরণের খোঁজে,দেবেশ রায়,দেজ পাবলিকেশন, জানুয়ারি ২০০৬,পৃঃ-৫২।

৩ উপন্যাসচিন্তা,প্রাগুক্ত,পৃঃ-৮৭।

৪ প্রাগুক্ত,পৃঃ-৮৬।

৫ 'বিজ্ঞাপন পর্ব,সপ্তদশ বর্ষ,রবিন ঘোষ,সাক্ষাতকার-দেবেশ রায়ের সঙ্গে মানবেন্দ্র বন্দোপাধ্যায় ও শিবাজী বন্দ্যোপাধ্যায়,পৃঃ-৭৫।

৬ From Dictionary of Literary Term by J. A.Cuddon,Penguin,p-782.

৭ কঙ্ক,চতুর্দশ সংখ্যা,দেবেশ রায় সম্মাননা সংখ্যা,সমরেশ রায়ের প্রতি দেবেশ রায়ের পত্র,১২/৪/২০০০,আগষ্ট ২০১৪ ,পৃঃ৩০২।

৮ 'তিস্তাপুরাণ',দেবেশ রায়,দেজ পাবলিশিং,জানুয়ারি-২০০০,কলকাতা ৭৩,পৃঃ-১৬৯।

৯ প্রাগুক্ত,পৃঃ-১৭৪।

১০ প্রাগুক্ত,পৃঃ.২০৪।

১১ প্রাগুক্ত,পৃঃ.২৮০ ।

১২ প্রাগুক্ত,পৃঃ-২৮৮।

১৩ প্রাগুক্ত,পৃঃ.৮৩৫।

১৪ প্রাগুক্ত,পৃঃ-৪৫৭।

১৫ প্রাগুক্ত,পৃঃ-৪৬২।

১৬ প্রাগুক্ত,পৃঃ-৫৭৬।

১৭ Feminism and Ecological Communities: An Ethic of Flourishing,London,Routledge,1998.

১৮ প্রাগুক্ত,পৃঃ-৫৮৪।

১৯ প্রাগুক্ত,পৃঃ-৬৩০।

২০ প্রাগুক্ত,পৃঃ-৬৪৫।

২১ প্রাগুক্ত,পৃঃ-৬৯২।

22 Danow, David K: The thought of Mikhail Bakhtin,Macmillan,London,1991,p-17.

গ্রন্থপঞ্জী

১ Danow, David K : The thought of Mikhail Bakhtin,Macmillan,London,1991.

২ Dictionary of Literary Term by J. A. Cuddon, Penguin, p-782.

৩ Feminism and Ecological Communities:An Ethic of Flourishing,London,Routledge,1998.

৪ Morris,Pam (ed): The Bakhtin Reader(Edward Arnold,London,1994).

৫ 'তিস্তাপুরাণ',দেবেশ রায়,দেজ পাবলিশিং,জানুয়ারি-২০০০,কলকাতা ৭৩।

৬ বাংলা আখ্যানকাব্যে নিহিত উপন্যাস,উপন্যাসের নতুন ধরণের খোঁজে,দেবেশ রায়,দেজ পাবলিকেশন,জানুয়ারি ২০০৬।

পত্রিকা

১ কঙ্ক,চতুর্দশ সংখ্যা,দেবেশ রায় সম্মাননা সংখ্যা,সমরেশ রায়ের প্রতি দেবেশ রায়ের পত্র,১২/৪/২০০০,আগষ্ট ২০১৪ ।

২ ‘বিজ্ঞাপন পর্ব,সপ্তদশ বর্ষ,রবিন ঘোষ,সাক্ষাতকার-দেবেশ রায়ের সঙ্গে মানবেন্দ্র বন্দোপাধ্যায় ও শিবাজী বন্দ্যোপাধ্যায়।